আমার ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাল্কিখানা ঠাকুরমাদের আমলের । খুব দরাজ বহর তার, নবাবি ছাঁদের। ডাণ্ডা দুটো আট আট জন বেহারার কাঁধের মাপের । হাতে সোনার কাঁকন, কানে মোটা মাকড়ি, গায়ে লাল রঙের হাতকাটা মের্জাই-পরা বেহারার দল সূর্য-ডোবার রঙিন মেঘের মতো সাবেক ধন-দৌলতের সঙ্গে সঙ্গে গেছে মিলিয়ে। এই পাল্কির গায়ে ছিল রঙিন লাইনে আঁকজোক কাটা, কতক তার গেছে ক্ষয়ে; দাগ ধরেছে যেখানে-সেখানে, নারকোলের ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে ভিতরের গদি থেকে। এ যেন এ কালের নাম কাটা আসবাব--পড়ে আছে খাজাঞ্চি খানার বারান্দার এক কোণে । আমার বয়স তখন সাত-আট বছর । এ সংসারে কোন দরকারী কাজে আমার হাত ছিলনা; আর ঐ পুরানো পাল্কিটাকেও সকল দরকারের কাজ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে । এই জন্যই ওর উপরে আমার এতটা মনের টান ছিল । ও যেন সমুদ্রের মাঝখানে দ্বীপ, আর আমি ছুটির দিনের রবিন্‌সন ক্রুশো, দরজার মধ্যে ঠিকানা হারিয়ে চারিদিকের নজরবন্দী এড়িয়ে বসে আছি ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. পাল্কিটি কোন্ সময়কার ছিল ?
2. লেখক কাকে সমুদ্রের মাঝখানের দ্বীপ বলেছেন ?
3. দীনু স্যাকরা কার কাছে পাওনার দাবি জানাতো ?

তখন আমাদের বাড়ি ভরা ছিল । ঠিকানা নেই, নানা মহলের চাকর-দাসীর নানা দিকে হৈহৈ

ডাক । সামনের উঠোন দিয়ে প্যারী দাসী ধামা কাঁধে বাজার নিয়ে আসছে তরি তরকারী; দুখন বেহারা বাঁখ কাঁধে গঙ্গার জল আনছে; বাড়ির ভিতর চলেছে তাঁতিনি নতুন ফ্যাশান-পেড়ে শাড়ির সওদা করতে; মাইনে-করা যে দীনু স্যাকরা গলির পাশের ঘরে বসে হাপর ফোঁস ফোঁস করে বাড়ির ফর্মাশ খাটত সে আসছে খাজাঞ্চি খানায় কানে পালকের কলম গোঁজা কৈলাস মুখুজ্যের কাছে পাওনার দাবি জানাতে; উঠানে বসে টং টং আওয়াজে পুরানো লেপের তুলো ধুনছে ধুনুরি । বাইরে কানা পালোয়ানের সঙ্গে মুকুন্দলাল দারোয়ান লুটোপুটি করতে করতে কুস্তির প্যাঁচ কষছে; চটাচট শব্দে দুই পায়ে লাগাচ্ছে চাপড়; ডন ফেলছে বিশ-পঁচিশ বার ঘন ঘন । ভিখিরির দল বসে আছে--বরাদ্দ ভিক্ষার আশা করে।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. কবির কল্পনার পাল্কি কোথায় যেতো ?
2. বিশ্বনাথ কে ছিল ?
3. বনের মধ্যে কেন গা ছম ছম করতো ?
4. লেখক যাদের তাঁবেদারিতে ছিলেন, তারা ছুটির দিনে দুপুরে কী করতো ?

বেলা বেড়ে যায়, রোদ্দুর ওঠে কড়া হয়ে, দেউড়িতে ঘন্টা বেজে ওঠে, পাল্কির ভিতরকার দিনটা ঘন্টার হিসাব মানে না । সেখানকার বারোটা সেই সাবেক কালের, যখন রাজবাড়ির সিংহদ্বারে সভাভঙ্গের ডঙ্কা বাজত -- রাজা যেতেন স্নানে চন্দনের জলে । ছুটির দিনে দুপুরবেলায় যাদের তাঁবেদারিতে ছিলুম তারা খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুম দিচ্ছে । একলা বসে আছি । চলেছে মনের মধ্যে আমার অচল পাল্কি । হাওয়ায় তৈরি বেহারাগুলো আমার মনের নিমক খেয়ে মানুষ। চলার পথটা হয়েছে আমারই খেয়ালে । সেই পথে চলেছে পাল্কি দূরে দূরে দেশে দেশে, সে সব দেশের বই পড়া নাম আমারই লাগিয়ে দেওয়া। কখনও বা তার পথটা ঢুকে পড়ে ঘন বনের ভিতর দিয়ে । বাঘের চোখ জ্বল জ্বল করছে, গা করছে ছম্ ছম্ । সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথ শিকারী, বন্দুক ছুটল দুম্ । ব্যাস সব চুপ । তারপর এক সময়ে পাল্কির চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ময়ূরপঙ্খি; ভেসে চলে সমুদ্রে, ডাঙ্গা যায় না দেখা । দাঁড় পড়তে থাকে ছপ্ ছপ্ ছপ্ ছপ্ । ঢেউ উঠতে থাকে দুলে দুলে ফুলে ফুলে । মাল্লারা বলে ওঠে, সামাল ঝড় উঠল । হালের কাছে আবদুল মাঝি ছুঁটলো তার দাড়ি, গোঁফ তার কামানো, মাথা নেড়া । তাকে চিনি, সে দাদাকে এনে দিত পদ্মা থেকে ইলিশ মাছ আর কচ্ছপের ডিম । সে আমার কাছে গল্প করেছিল - একদিন চত্তির মাসের শেষে ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছে, হঠাৎ এল কালবৈশাখী । ভীষণ তুফান, নৌকো ডোবে ডোবে । আবদুল দাঁতে রশি কামড়ে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, সাঁতরে উঠল চরে, কাছি ধরে টেনে তুলল তার ডিঙি ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. পাল্কির চেহারা বদলে গিয়ে কী হয়ে উঠতো ?
2. আবদুল মাঝির চেহারা কেমন ছিল ?
3. আবদুল তার ডিঙি কি ভাবে টেনে তুলেছিলো ?

জেনে রাখো ঃ

আমলের — সময়কার

মেরজাই — খাটো জামা

বরখাস্ত — কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া

বেহারা — যে পাল্কি বয়ে নিয়ে যায় ।

তাঁতিনি — যে মহিলা কাপড় বোনে ।

মাকড়ি — দুল (কানের অলংকার)

খাজাঞ্চি — ধনদৌলতের দেখাশোনা করার কর্মচারি।

নজরবন্দি — যাকে চোখে চোখে রাখা হয়েছে ।

দ্বীপ — যে স্থলভাগের চারদিকে জল ।

কাঁকন — বালা (হাতের গয়না)

পাঠবোধ

সঠিক শব্দটি লেখো —

1. পাল্কি বইতে কজন বেহারার প্রয়োজন হতো ?

(ক) চার (খ) ছয়

(গ) আট (ঘ) দশ

2. লেখকের সে সময়ে কত বয়স ছিল ?

(ক) সাত – আট (খ) চার – পাঁচ

(গ) আট– দশ (ঘ) এগারো – বারো

3. লেখক কাকে সমুদ্রের মাঝখানের দ্বীপ রূপে কল্পনা করেছেন ?

(ক) গাড়ি (খ) পাল্কি

(গ) নৌকা (ঘ) ময়ূরপঙ্খি

4. প্যারী দাসী ধামা কাঁধে কী নিয়ে আসতো ?

(ক) গঙ্গার জল (খ) বাজার

(গ) শাড়ি (ঘ) লেপের তুলো

5. আবদুল দাদাকে কী এনে দিতো ?

(ক) রুইমাছ (খ) ডিম

(গ) ইলিশ মাছ (ঘ) কচ্ছপ

উত্তর দাও ঃ

6. দুখন বেহারা কী নিয়ে আসতো ?
7. তাঁতিনি কিসের সওদা করতে এসেছিলো ?
8. ধুনুরি কী করতো ?
9. মুকুন্দলাল দারোয়ান কার সঙ্গে কুস্তির প্যাঁচ কষতো ?
10. ভিখিরির দল কিসের আশায় বসে থাকতো ?
11. বেহারার দলের সাজসজ্জা কেমন ছিলো ?
12. পাল্কিটা কোথায় পড়ে ছিলো ?
13. পাল্কিটার উপরে লেখকের এত মনের টান ছিলো কেন ?
14. লেখকের কল্পনার বেহারাগুলি কীসের তৈরী ছিলো ?
15. আবদুল কখন ডিঙিতে মাছ ধরতে গিয়েছিলো ?
16. লেখক কেমন ভাবে পাল্কির বর্ণনা দিয়েছেন ? নিজের ভাষায় তা লেখো ।
17. লেখকের মহল কেমন ছিলো ? লেখো ।
18. ছুটির দিনে দুপুর বেলায় একলা বসে লেখক পাল্কি সম্পর্কে কী কল্পনা করেছিলেন ?
19. পাল্কি কল্পনার ময়ূর পঙ্খিতে বদলে গিয়ে কেমন ভাবে কোথায় ভেসে চলতো ?
20. পাল্কির ভিতরকার দিনটায় যখন বারোটা বাজতো, তখন কী হতো ?

21. বিপরীত শব্দ লেখো ঃ

পুরানো	অচল
দরকারী	পাওনা
সাবেক কাল	কাজ

22. নিচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য তৈরি করো ঃ

বেহারা	ধন-দৌলত
বরখাস্ত	দ্বীপ
মেরজাই	খাজাঞ্চি

23. এক বচনের শব্দগুলির বহুবচনের রূপ লেখো ঃ

আমার	ভিখিরি
পাল্কি	মানুষ
একলা	ঠাকুরমার

24. নিচের শব্দগুলি কোন্‌টি কী লিঙ্গ লেখো ঃ

ঠাকুরমা	দারোয়ান
শিকারী	বাঘ
তাঁতিনি	স্যাকরা

করতে পারো ঃ

1. 'আমার ছেলেবেলা' কাহিনিটির ছোট ছোট প্রশ্ন ও উত্তর ক্যুইজের মাধ্যমে অভ্যাস করতে পারো ।
2. পাল্কি দেখেছ কী ? পাল্কির ছবি এঁকে ক্লাস ঘরে টাঙিয়ে রাখতে পারো ।
3. ময়ূরপঙ্খি নৌকার কথা রূপকথার বইতে পড়েছ নিশ্চয়। কাগজ দিয়ে ময়ূরপঙ্খি নৌকা বানাবার চেষ্টা করো ।